তারিখ 28 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

সমকাল

চট্টগ্রামে ডিজিটাল মেলায় দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন শিক্ষার্থীরা ■ সমকাল

৩ শিক্ষার্থীর প্রযুক্তি রুখে দেবে ব্যাংক ডাকাতি

■ আবু সাঈম, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসি ক্যামেরা ও নিরাপত্তাপ্রহরী থাকার পরও সাম্প্রতিক সময়ে রোধ করা যাচ্ছে না ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা। এবার সিসি ক্যামেরা বা নিরাপত্তাপ্রহরী নয়, ব্যাংক ডাকাতি ঠেকাতে নতুন প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন করা হয়েছে 'ভল্ট সিকিউরিটি'। এর মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে ডাকাতির ঘটনা। চারটি ডিভাইসের মাধ্যমে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাংক থেকে টাকা চুরির উদ্দেশ্যে ডাকাত বা চোর ভল্ট ভেঙে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তা আবার তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা সংকেতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

চট্টগ্রামে 'ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা'

চট্টগ্রামে তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় এমনই অভিনব এক প্রযুক্তি তৈরি করেছেন চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সের তিন শিক্ষার্থী। তারা হলেন– মো. আরমান, মো. ইকবাল ও মো. আজম। উদ্ভাবন প্রসঙ্গে মো. আজম বলেন, 'সম্প্রতি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে ডাকাতির ঘটনা বেড়েছে। আমাদের এ প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকে চুরি বা ডাকাতি ঠেকানোর পাশাপাশি ধরা যাবে চোর বা ডাকাতকেও।' আট থেকে ১০ হাজার টাকা খরচ করে প্রযুক্তিটি তৈরি করা সম্ভব হবে। ব্যাংক ভল্ট সিকিউরিটি কোনো চোর বা ডাকাত ভল্টের দরজা ভাঙতে গেলে 'মোবাইল অ্যালার্টে'র মাধ্যমে সংকেত দেবে। আবার চোর বা ডাকাত যদি ভল্টের দেয়াল বা আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যবহার করে ভল্টের ভেতরে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে আবারও একটি অ্যালার্ট দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে যার নম্বর সেট করা থাকবে, তিনি চাইলে ডাকাতকে সেট করা ডিভাইসের মাধ্যমে ভল্টের টাকা ধরার সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারবেন ইলেক্ট্রিক শক। আবার অন্য একটি ডিভাইস ব্যবহারের সাহায্যে ক্লোরোফোরো গ্যাস ছিটিয়ে চোর বা ডাকাতকে অজ্ঞানও করা সম্ভব যাবে। শুধু ব্যাংক ভল্ট সিকিউরিটি নয়, মেলায় এ রকম আরও চমকপ্রদ বিভিন্ন প্রযুক্তি নিয়ে হাজির হন চট্টগ্রামের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। চট্টগ্রাম প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউএসটিএস) তিন শিক্ষার্থী উদ্ভাবন করেছেন গাড়ির ব্রেক থেকেই শক্তি উৎপাদন যন্ত্র। এ ছাড়া একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষার্থী অভিজিৎ চৌধুরী উদ্ভাবন করেছেন প্রতিবন্ধীদের স্বয়ংক্রিয় হুইল চেয়ার। যার মাধ্যমে যারা হাত-পা নড়াচড়া করতে পারেন, না তারা চোখের ইশারাতেই চালাতে পারবেন এ হুইল চেয়ার। অন্যদিকে দেশের বিদ্যমান দুর্ঘটনা রোধ করতে ড্রাইভিং অটোমেশন প্রযুক্তি নিয়ে এসেছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের রেলগেট নিয়ন্ত্রক যন্ত্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গেম উদ্ভাবন, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যামফিবিয়র রোবটিক ভেহিক্যাল ছিল অন্যতম।